unesco

Department of MSME&T
Government of West Bengal

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

সুর ও ছন্দ

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

“সংস্কৃতির রয়েছে জন্মকে (প্রায়শই উদ্দেশ্যহীন) জীবনে (অর্থবহ অস্তিত্ব) পরিণত করার সম্ভাবনা”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

বাউল

বাংলার প্রাণের গানে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের উদযাপন

বাউল গান একই সঙ্গে দর্শন ও সঙ্গীত। বাংলার এই প্রাণের গান মূলত বলে নিজেকে জানা ও বোঝার কথা। চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ছিল বাংলার প্রথম সমাজ সংস্কার আন্দোলন। এটাকে বাউল গানের একটা ভিত্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে। বাউলরা জাগতিক চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করে এক গুপ্ত সাধনা করেন, ধর্ম জাতপাতের বিভেদের বদলে মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে শান্তি ও ঐক্য খোঁজার কথা বলেন তারা। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার বাণী ছড়ানোই বাউল গানের মূল কথা। বাউলরা একতারা, ডুগি, দোতারা, ডুবকি, ঢোল, খোল, মঞ্জীরা, খঞ্জনী, বাঁশি, খমক ইত্যাদি নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। বাউল গান ২০০৮ সালে ইউনেস্কোর দ্বারা মানবজাতির ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলির তালিকায় স্থান পেয়েছে।

বাউল এক আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ঐতিহ্য, যা ‘গুরু-শিষ্য পরম্পরা’র মাধ্যমে গুরুর থেকে শিষ্যদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। বাউল গানকে মূলত তিনটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়ঃ –

- দেহতত্ব, যাতে বলা হয় নিজের মধ্যেই চূড়ান্ত সত্য বা ঈশ্বরকে খোঁজার কথা
- আত্মতত্ব বলে শরীরকে পরিচালনা করায় হৃদয়ের গুরুত্বের কথা, সেটাই হয়ে ওঠে অনুসন্ধান বা আরাধনার বিষয়
- গুরুতত্ব বলে গুরুই হচ্ছে ঈশ্বর, তপস্যার মধ্যে দিয়ে তিনি দেবমহিমা অর্জন করেছেন, গুরুর দেখানো পথই অনুসরণ করতে হবে

বাউলদের বসতি এবং ভৌগলিক অঞ্চল

বাউলদের মূলত দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়া জেলায়। গোরভাঙা, জলঙ্গী, হরিহরপাড়া এবং শান্তিনিকেতনে অনেক বাউল রয়েছেন। গোরভাঙা, জলঙ্গী, হরিহরপাড়ায় আছে বাউল রিসোর্স সেন্টার। বাউলদের মূল থাকার জায়গাগুলিতে প্রায়শই হয় বাউল গান। সেখানে দূরদূরান্ত থেকে আসা সঙ্গীতপ্রেমীরা বাউলদের ইতিহাস, দর্শন এবং সাংগীতিক ঐতিহ্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে আসেন। বাউলদের সঙ্গে গানবাজনায় মেতে ওঠেন তারা।

বাউল রিসোর্স সেন্টার - গোরভাঙা, নদীয়া । জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ । হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

শিল্পীদের সংখ্যা

বাঁকুড়া	১৮৩
বীরভূম	২৭২
মুর্শিদাবাদ	৭৯০
নদীয়া	৭৩৯
পশ্চিম বর্ধমান	১৪
পূর্ব বর্ধমান	১৩৭

যোগাযোগ

- নদীয়া
  - গোরভাঙা
    - বাবু ফকির 9733948841
    - আরমান ফকির 9733956858
    - খাইবার ফকির 9647190624
  - নবদ্বীপ
    - রঞ্জিত সরকার(কার্তিক) 9732123965
  - চাপড়া
    - সুভদ্রা বাউলানি 9932205548
  - গোয়াশ
    - অর্জুন মন্ডল 9732799811
  - আসাননগর
    - আনন্দ সরকার 7797541636
  - ভীমপুর
    - প্রফুল্ল বিশ্বাস 9932754206
  - চাকদহ
    - উত্তরা বৈদ্য 6295019652
  - মাজদিয়া
    - শ্যাম খ্যাপা 9635726835
- মুর্শিদাবাদ
  - জলঙ্গী
    - ছোটে গোলাম 9732917198
    - মল্লিকা আকার 8617835245
  - হরিহরপাড়া
    - রশিদুল ইসলাম 9775229425
  - খাগড়া
    - শ্যামসুন্দর দাস 9635714002
- বীরভূম
  - বোলপুর
    - রীনা দাস 9800120227
    - রবি দাস বাউল 9614196848
  - সুপুর
    - নিত্যপ্রিয়া মন্ডল 9609031427
  - লাভপুর
    - অনাথ মাল 8001294718
  - জয়দেব
    - সাধু দাস বাউল 9732892002
  - সিউড়ি
    - বামা প্রসাদ সিংহ 9732008599
  - ইলামবাজার
    - প্রদ্যুত বালা 7477543941
- বর্ধমান
  - উল্লাস
    - গিরীশ মন্ডল 8637549294
  - মঙ্গলকোট
    - পীযূষ বাউল 8637549294
  - শ্যামসুন্দর
    - ভজন দাস বৈরাগ্য 9733907558
- বাঁকুড়া
  - সোনামুখী
    - চন্দন রায় 6297110496

ভাটিয়ালি

মাঝিদের লোকগান

প্রকৃতি এবং জীবনের মিলনেই তৈরি হয়েছে ভাটিয়ালি গান। ‘ভাটিয়ালি’ কথাটা এসেছে “ভাটি” অর্থাৎ নিচু জমি এবং “ভাটা” – নিম্নগামী স্রোত থেকে। এর সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলি এবং জীব বৈচিত্রের সম্পর্ক রয়েছে। মাঝিরা নৌকা বাইতে বাইতে ভাটিয়ালি গান গায়। সহজ সরল ভাষার এই গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসা। গানে থাকে আধ্যাত্মিকতার উদযাপন। অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিং এবং সিলেট জেলায় (এখন বাংলাদেশে) ও সুন্দরবন অঞ্চলে ভাটিয়ালি গান খুবই জনপ্রিয়। বিখ্যাত লোকশিল্পী আব্বাসউদ্দিন এই গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

সহজ ভাষার ভাটয়ালি গানে ফুটে ওঠে আনন্দ ও বিচ্ছেদের বেদনা এবং চাষবাসের কথা ও মাঝিদের যাপনচিত্র। গানের কথাগুলিতে ধরা পড়ে তাদের রোজকার জীবনযাপনের সমস্যা ও প্রতিকূলতার কথা। ভাটিয়ালি একই সঙ্গে স্থানীয় বনবিবির পালা এবং গাজীর গানের অংশ। এই গানের সঙ্গে বাজানো হয় দোতারা, বাঁশি, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র।

শিল্পীদের সংখ্যা

উত্তর ২৪ পরগনা	১৮৮

ভাটিয়ালি গানের জায়গাগুলির ভৌগলিক অবস্থান

ভাটিয়ালি গান মূলত সুন্দরবন, উত্তর চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের গান। উত্তর চব্বিশ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে এই গানের সবচেয়ে বেশি শিল্পী রয়েছেন।

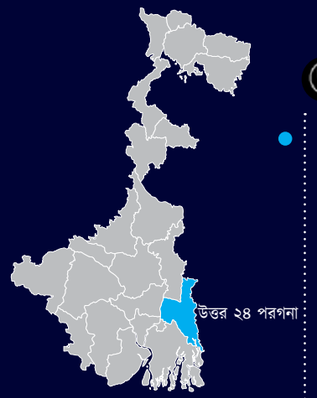

যোগাযোগ

জেলা
উত্তর ২৪ পরগনা

স্থান
হিঙ্গলগঞ্জ

শিল্পী
সৌরভ মন্ডল
9830710713

বিষ্ণুপদ সরকার
8159845715

নবনীতা মন্ডল
9002587309

ভাওয়াইয়া

উত্তরবঙ্গের জীবনধারার গান

ভাওয়াইয়া গানে প্রতিফলিত হয় গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা। কথাটা এসেছে "ভাব" বা "আবেগ" থেকে। অনেকের মতে, কথাটার উৎস "ভাওয়া" মানে বিস্তির্ণ তৃণভূমি বা নিচু জমি। আরেকটা মতে, এর উৎসে রয়েছে "বাও" বা বাতাস। সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তবতাই এই জীবনধারার গানের বিষয়। RCCH প্রকল্পের একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে ভাওয়াইয়া গানের ওপর। ভাওয়াইয়া গানের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ায় আঞ্চলিক অনুষ্ঠান যেমন বেড়েছে, শিল্পীরা পৌঁছে যাচ্ছে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন জায়গায়। ভাওয়াইয়া পাঠক্রম তৈরি করার লক্ষ্যে তা বিভিন্ন জেলা ও এলাকার গুরু ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই গানের শিল্পীদের একটা সেতু রচনা করেছে। এই উদ্যোগ স্থানীয় ভাওয়াইয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতেও প্রসারিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে ভালো লোকগানের চাহিদা যোগান দেওয়ার একটা রাস্তা। ভাওয়াইয়া গানে মহিলাদের প্রাধান্য বেড়েছে।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য আঙ্গিকগুলিতে ভাওয়াইয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন, লব-কুশের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত কুশান পালা, চোরচুরণি পালা (একটা চোর ও তার বউয়ের কাহিনী), মেচানিক পালা (মেচ উপজাতির কাহিনী), দোতারাডাঙ্গা পালা এবং মনসার গান। ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে বাজানো হয় দোতারা, বাঁশি, ঢোল, খোল (তালবাদ্য) এবং সারিন্দা। বিখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী ও সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্ত রায় ২০২৩ সালে পদ্মশ্রী সন্মান পেয়েছেন।

ভাওয়াইয়া গানের জায়গাগুলি এবং ভৌগলিক অবস্থান

ভাওয়াইয়া হল প্রকৃতি ও জীবনধারার ভিত্তিতে রচিত উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকগান। হিমালয়ের পাদদেশে এবং আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এই গান বেশি শোনা যায়। ভাওয়াইয়া গানের মূল কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং ধুপগুড়ি ব্লক, আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ও ২ ব্লক এবং ফালাকাটা ব্লক, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লক।

শিল্পীদের সংখ্যা

আলিপুরদুয়ার	১১৮৬
কোচবিহার	২৫৪৯
জলপাইগুড়ি	১১৭৬

ভাওয়াইয়া বিষয়ে তথ্যচিত্র দেখার জন্য স্ক্যান করুন

যোগাযোগ

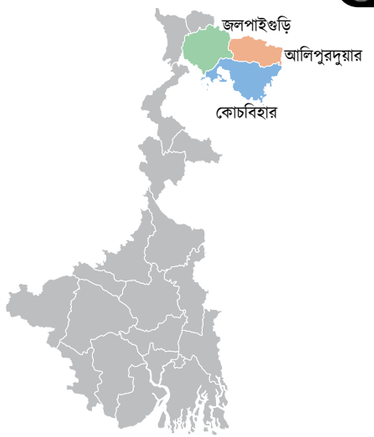

আলিপুরদুয়ার

শালকুমার
কৌশল্যা রায় 8597332070
মজিদখানা
প্রদ্যুত রায় 6295745322
আলিপুরদুয়ার টাউন
নিত্যানন্দ অধিকারী 9564168770

কোচবিহার

ঘুঘুমারি
নজরুল ইসলাম 8670918772
তুফানগঞ্জ
হিমাদ্রি দেওয়ারি 9434885357
দিনহাটা
সঞ্জয় রায় 7550931556
কোচবিহার টাউন
টুম্পা বর্মন 9733007844

জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি
দীপঙ্কর রায় ডাকুয়া 9932257022
অনিন্দিতা রায় 8617481902
জল্পেশ
শিপ্রা রায় 9932209479

ছৌ

শারীরিক কসরতনির্ভর নৃত্যশৈলী

ছৌ একটি শারীরিক কসরতনির্ভর নৃত্যশৈলী। রঙিন মুখোশ, ঢোল, ধামসার ছন্দময় বাজনা, শক্তিশালী অঙ্গসঞ্চালন এবং ডিগবাজি (স্থানীয় নাম উলফা) পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচের বৈশিষ্ট্য। পুরুলিয়ার ছৌ ছাড়াও এই নাচের আরও দুটি ধারা রয়েছে – সেগুলি হল সেরাইকেল্লা ছৌ এবং ময়ূরভঞ্জ ছৌ যেগুলি যথাক্রমে ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় দেখা যায়।

পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা রামায়ণ মহাভারত ও নানা পৌরাণিক কাহিনীগুলি নাচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। নৃত্যশিল্পীরা পরেন ঝলমলে পোশাক এবং নানারকম কারুকাজ করা মুখোশ যা চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। মুখোশগুলি তৈরি করেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের চড়িদা গ্রামের মুখোশশিল্পী সম্প্রদায়। যারা পুরাণ, মহাকাব্যের চরিত্র, দেবদেবী এবং আদিবাসী চরিত্রগুলির মুখোশ তৈরি করেন। ছোট থেকে বড় নানা আকারের মুখোশ হয়। চড়িদায় মুখোশ বানানোর ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল প্রায় ১৫০ বছর আগে বাঘমুন্ডির রাজা মদনমোহন সিং দেও'এর আমলে। পুরুলিয়ার ছৌ নাচ ২০১০ সালে ইউনেস্কোর মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম্পরাগুলির তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং ২০১৮ সালে জিআই(জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) ট্যাগ পেয়েছে।

ছৌ নাচে ব্যবহৃত হয় ঢোল, ধামসা, চড়চড়ি, টিকরা, নাগরা, মাহুরি, সানাই এবং বাঁশি। ছৌ নাচ জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে পুরুলিয়া জেলাকে একটা সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছে। গত এক দশকে পুরুলিয়া হয়ে উঠেছে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক গন্তব্য। ছৌ শিল্পীরা তাদের কাজের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। নামী ছৌ শিল্পীরা এখন যুক্তরাজ্য, জাপান এবং ফ্রান্সের মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গন্তব্যগুলিতে পাড়ি দিচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে ছৌ নাচ ছিল পুরুষপ্রধান এক নৃত্যশৈলী। গত কয়েক বছরে এই লোকনৃত্যে মহিলা নৃত্যশিল্পীরাও এসেছেন। পুরুলিয়াতে এখন রয়েছে মহিলাদের ১৩টি ছৌ নাচের দল।

ছৌ নাচের দেখা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায়। বামনিয়া, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি এবং বড়াবাজার পুরুলিয়ায় ছৌ নাচের প্রধান কেন্দ্র। এখানে নাচ ভালোবাসা মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এসে নৃত্যশিল্পীদের গ্রামে যান ছৌ নাচ দেখতে এবং এই নাচের সূক্ষ্ম কৌশলগুলি জানার জন্য। তারা নামী ছৌ গুরুদের কাছ থেকে নাচও শেখেন। পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের মালডিতে রয়েছে একটি ফোক রিসোর্স সেন্টার।

ছৌ নাচ দেখার জন্য স্ক্যান করুন

শিল্পীদের সংখ্যা

পুরুলিয়া	৫০০৫

রিসোর্স সেন্টার - মালডি, বামনিয়া

যোগাযোগ

পুরুলিয়া

বীরেন কালিন্দী	8972679889
জগন্নাথ চৌধুরী	9933409339
বিনাধর কুমার	9434655963
সৌগত মাহাতো	9932283541
ভুবন কুমার	9932530321
বাঘম্বর সিং মুড়া	9735163475
কার্তিক সিং মুড়া	9800938965
সঞ্জয় মাহাতো	7001968527

রায়বেঁশে

ভারসাম্য রক্ষার লোকনৃত্য

রায়বেঁশে হল এক যুদ্ধ নাচ। এর সৃষ্টি হয়েছে বাংলার রাজা ও জমিদারদের দেহরক্ষীদের যুদ্ধভঙ্গী থেকে। এই নাচে মিশে আছে কঠিন অঙ্গ সঞ্চালন এবং ভারসাম্য রক্ষার নিয়ম। শরীর চাঙ্গা করার অঙ্গ সঞ্চালন ছাড়াও রায়বেঁশে শিল্পীরা একটি লম্বা বাঁশের সাহায্যে নানা শারীরিক কসরত দেখান। রায়বেঁশে কথাটা এসেছে সেই বাঁশ থেকে। অন্নদামঙ্গল, চন্ডীমন্ডল এবং ধর্মমঙ্গলের মত বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতেও রায়বেঁশে নাচের উল্লেখ রয়েছে। তীরধনুক, বর্শা, তলোয়ার সবকিছুই এই নাচে ব্যবহৃত হয়। রায়বেঁশে নাচে কেউ খুঁজে পেতে পারেন প্রাচীন যোদ্ধাদের আক্রমণের ভঙ্গী। এতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢোল, করতাল এবং সানাই। এই নৃত্যশৈলী পুনুরুদ্ধারে বিখ্যাত লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ গুরুসদয় দত্তের বিরাট অবদান রয়েছে।

রায়বেঁশে শিল্পীদের এলাকা ও ভৌগলিক অবস্থান

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, ভরতপুর ১, বড়ঞা, জিয়াগঞ্জ, কান্দি এবং নবগ্রাম ব্লক; বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১, লাভপুর, রামপুরহাট, নানুর, সাঁইথিয়া; এবং পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ১ ব্লকে রায়বেঁশে শিল্পীরা থাকেন। রায়বেঁশে শিল্পীদের বড় কেন্দ্রগুলিতে প্রায়শই এই নাচের প্রশিক্ষণ শিবির হয়, সেখানে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ যোগ দেন। নামী রায়বেঁশে শিল্পীদের থেকে তারা এই নাচের কলাকৌশলগুলি শেখেন।

শিল্পীদের সংখ্যা

বীরভূম	৬৩
মুর্শিদাবাদ	১৬৯
পূর্ব বর্ধমান	৫৬

যোগাযোগ

বীরভূম

রক্ষাকর প্রামানিক	8016474415

মুর্শিদাবাদ

গোপাল চন্দ্র সরকার	9474078276
বাসুদেব ভাল্লা	8170808528
সেন্টু বিত্তার	9064426950
অজিত কোনাই	9733686835
প্রকাশ বিত্তার	9609285367
কাজল বিত্তার	9564155048
শক্তি দোলই	9734585234

পূর্ব বর্ধমান

রাজেশ হাজরা	8101045372
বাবলু হাজরা	8768185220
আলয় পণ্ডিত	9735342737

গম্ভীরা

ব্যঙ্গাত্মক লোকনাটক

গম্ভীরা পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার এক ব্যঙ্গাত্মক লোকনাটক। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্খা, আনন্দ ও বেদনাগুলি ফুটে ওঠে। সাত ও আটের শতকে বৌদ্ধবাদের পতনের পর এটা জনপ্রিয় হয় এবং মালদায় সেন রাজাদের আমলে মালদায় তার গুরুত্ব আরও বাড়ে। গম্ভীরার চলতি ধারাটির উদ্ভব দশম শতাব্দিতে পাল রাজাদের আমলে। গম্ভীরায় একজন শিল্পী শিবের মত পোশাক পরে শিব সাজেন বা অভিনয় করেন সামন্তপ্রভু অথবা সরকারের ভূমিকায়। এই নাটক গান, নাচ, ব্যঙ্গবিদ্রূপের এক চমৎকার মিশ্রণ। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ তাদের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য শিবের কাছে আর্জি জানান।

গম্ভীরার বিষয়গুলি সবসময় নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে নিয়েই তৈরি হয়। চরিত্রগুলি ছেঁড়া মলিন কাপড় পরেন, মাথায় বাঁধেন ফেট্টি, কব্জিতে ব্যান্ড হিসেবে বাঁধেন ছেঁড়া কম্বলের টুকরো। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল এবং ট্রাম্পেট।

শিল্পীদের সংখ্যা

মালদা	২৯৩

যোগাযোগ

মালদা
ইংলিশ বাজার
অদ্বৈত বিশ্বাস
7001684334

ডোমনি

অনন্য লোকনাট্য

ডোমনি পশ্চিমবঙ্গের মালদা'র মানিকচকের এক অপূর্ব লোকনাটক। সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সামাজিক ব্যঙ্গের মাধ্যমে এতে ফুটিয়ে তোলা হয়। দরিদ্র সাধারণ মানুষের দুঃখ ও আনন্দের একটা ছবি পাওয়া যায় এই নাটকে। জনশ্রুতি, উত্তর পশ্চিম মালদার দিয়ারা অঞ্চলে এই নাটকের উৎপত্তি। সেখানে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা অভিবাসী মানুষরা এই নাটকের চর্চা করতেন।

শিল্পীদের সংখ্যা

মালদা	১৪২

যোগাযোগ

মালদা
নজরুল ইসলাম
9733088168

শচীন মন্ডল
9647749763

অভিরাম মন্ডল
9932962785

মুখা

আচারিক নৃত্য

গোমিরা (স্থানীয়ভাবে মুখা নাচ নামে পরিচিত) অভিনয় বা পালা (সংগীতবহুল লোকনাট্য), হল একটি ধর্মীয় আচারের নৃত্য। শিল্পীরা প্রতিটি মুখোশকে দার্শনিকভাবে উপস্থাপনা করেন। তারা সেটাকে মুখোশের পরিবর্তে মুখ হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাদের বিশ্বাস যে, মুখোশটি পরলেই সেই চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যবাহীভাবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা এই নাচ করেন। চৈত্র-আষাঢ় (এপ্রিল-জুলাই) মাসে দর্শকদের সুবিধার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে যা সাধারণত গ্রামের মন্দির সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামদেবতা ও দেবী চণ্ডীকে খুশি করতে এবং তাঁদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এই নাচের আয়োজন করা হয়।

শিল্পীদের সংখ্যা

দক্ষিন দিনাজপুর	৪৯
উত্তর দিনাজপুর	২৬

যোগাযোগ

- উত্তর দিনাজপুর
  শচীন্দ্রনাথ সরকার
  9932530517
- দক্ষিন দিনাজপুর
  জগদীশ সরকার
  7407149938

পুতুল নাচ

পশ্চিমবঙ্গে পুতুল নাচের তিনটি ভিন্ন শৈলী এবং বিন্যাস রয়েছে।

- বেনিপুতুল : যে পুতুল নাচে পুতুলগুলিকে হাত দিয়ে সরানো হয়
- ডাং পুতুল : পুতুলগুলিকে একটি লাঠি দিয়ে সরানো হয় এবং
- তারপুতুল বা সুতোপুতুল: যেখানে তারের সাহায্যে পুতুলগুলিকে সরানো হয়।

আরসিসিএইচ প্রকল্পে, মুরাগাছা, নদীয়ার তারপুতুল বা সুতোপুতুল নাচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারপুতুলগুলিকে হালকা করার জন্য স্থানীয়ভাবে টুকরো কাপড়, কাগজের মণ্ড এবং শোলাপীঠ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। চরিত্রের উপর নির্ভর করে পুতুলগুলি ১ ফুট থেকে ৩ ফুট লম্বা হয়, কালো তার দিয়ে পুতুলগুলিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং ওপর থেকে চালনা করা হয়। পুতুলগুলিকে শোলা দিয়ে তৈরি করা হয়। তারপুতুল নাচ যেখানে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়, সেখানে দর্শকরা ৭-৮ ফুট চওড়া, ৪-৬ ফুট উচ্চতা এবং ৩-৪ ফুট গভীরতার একটি মঞ্চের সামনে বসে থাকেন। একটি পুতুল নাচের দল সাধারণত ১০-১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। সেখানে থাকেন সুরকার, গীতিকার, গল্প লেখক, আলোক শিল্পী, শব্দ নিয়ন্ত্রক, যন্ত্রশিল্পী, মঞ্চসজ্জাকারী এবং পুতুল নাচ পরিচালনার শিল্পী।

শিল্পীদের সংখ্যা

নদীয়া	১৮১

যোগাযোগ

- নদীয়া
  রঞ্জন রায়
  9609095941

চদর বদর বিষয়ে তথ্যচিত্র দেখার জন্য স্ক্যান করুন

চদর বদর

আদিবাসী পুতুল নাচের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য

চদর বদর বা চদর বান্ধনি সাঁওতাল পুতুল নাচের এক লৌকিক ঐতিহ্য। মূলত পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ব্লকের এই লোক আঙ্গিকটি চোখে পড়ে। বাঁশ কিংবা বেত দিয়ে বানানো ৮ থেকে ৯ ইঞ্চি উচ্চতার এই অপূর্ব পুতুলগুলিতে মিশে আছে এক সূক্ষ্ম কারিগরি দক্ষতা। মূলত স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন একধরণের হালকা কাঠ খোদাই করে তৈরি হয় এই পুতুল। বানানো শেষ হওয়ার পর তাতে রঙ করা হয়, পরানো হয় কাপড় ও গয়না। পুতুল নাচ শিল্পীর পায়ের আঙুলে বাধা সুতোর টানে নাচে এই পুতুল। অনুষ্ঠানের সময় পুতুলগুলিকে ওপরটা ঢাকা তিন অথবা চারদিক খোলা একটা উঁচু ছোট প্ল্যাটফর্মের ওপর বসানো হয়। কখনও বা সেগুলি ঝোলানো থাকে একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে। পুতুল নাচিয়ে কথা অথবা কবিতায় বলেন পুরনো সাঁওতালি উপকথার কাহিনি। সেই গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাত-পা-মাথা নাড়িয়ে কাহিনিটিকে জীবন্ত করে তোলে পুতুলগুলি।

এই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় বানাম, নাগারা, ত্রিনেয়া কিংবা বাঁশি, খড়কুঁটো এবং তুম্ভা বা মাদলের মত বাদ্যযন্ত্র। দেশি অ্যানিমেশন এবং আদিম সারল্যের এক ছবি ফুটে ওঠে এই পরিবেশনায়। RCCH প্রকল্পে এই লোকআঙ্গিকটির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। শিল্পীরা এখন নানা অনুষ্ঠানের ডাক পাচ্ছেন।

শিল্পীদের সংখ্যা

পূর্ব বর্ধমান ৭৬

যোগাযোগ

- পূর্ব বর্ধমান
  আউশগ্রাম
  দিলীপ মুর্মু 7585888991
  লখিরাম কিস্কু 7863929829
  সোম সরেন 7908230373
  ফাগু হাসদা 8293529166
  সুনীল টুডু 9832271038

ঝুমুর

সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তবতার উদযাপন

ঝুমুর পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার ছোটনাগপুর উপত্যকার ভূমিপুত্রদের জীবনযাপনের নাচগান। বহুদিন ধরে আমরা সুন্দরবন এবং উত্তরবঙ্গের অভিবাসী মজদুরদের মধ্যেও ঝুমুর নাচের প্রচলন দেখছি। এইসব অঞ্চলের মানুষদের সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা এবং নিজেদের এলাকা ছেড়ে থাকার বেদনা যেন আত্মিকভাবে ফুটিয়ে তোলে ঝুমুর। করম, ভাদু, টুসু, বাদনা পরব এবং বিয়ে ও কৃষিকেন্দ্রিক নানা আচার অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ঝুমুর গান। এই গানের এক জোরালো দিক হল ছন্দ। একসময় রাধাকৃষ্ণের মিলন বিষয়ক ঝুমুর গানও বেশ চালু ছিল। চাষিরা ধান বোনার সময় ঝুমুর গান গাইতেন। এই গানের কথা গ্রামবাংলার মানুষদের সুখ, দুঃখ ও ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। কবিদের লেখা ঝুমুরে বিংশ শতাব্দী থেকে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়। ঝুমুর গান গাওয়া হয় কুরমালি, সাঁওতালি ও বাংলা ভাষায়। গানের সঙ্গে বাজে ঢোল, ধামসা, মাদল, জুড়ি-নাগড়া, জিপসি, হারমোনিয়ম, ম্যারাকাস এবং বাঁশি।

RCCH প্রকল্প ঝুমুর গান পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের এক তাৎপর্যময় ভূমিকা নিয়েছে। এমনকি এখন সমসাময়িক কবি ও গীতিকাররাও পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, জীবনযাপন নিয়ে ঝুমুর গান রচনা করেছেন।

শিল্পীদের সংখ্যা

বাঁকুড়া	১১২৭
পুরুলিয়া	১৫৯৬
দক্ষিন ২৪ পরগনা	২২০

যোগাযোগ

- বাঁকুড়া
  - ফটিক সহিস 9474047098
  - সুনীল পাল 9474668582
- জয়পুর
  - অসীমানন্দ কুমার 9933428688
- পুরুলিয়া
- বলরামপুর
  - মুক্তিনাথ মাহাতো 8116173646
  - তারাপদ সিং সর্দার 9932185205
- দক্ষিন ২৪ পরগনা
- সাতজেলিয়া
  - সুজিত সর্দার 8670529984
  - শীলা সর্দার 8348635188
  - গৌতম সর্দার 6290350178
  - বন্দন সর্দার 8348854904
  - বাবলু সর্দার 8001490685

আদিবাসী নৃত্য

নাচের মাধ্যমে আদিবাসী বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান

মাদলের তালে তালে সুসঙ্গত ছন্দে নারী ও পুরুষের অঙ্গ সঞ্চালন এই নাচের মূল বৈশিষ্ট্য।

বসন্ত উৎসবে নাচ হয় প্রকৃতির মহিমা বন্দনা করে। বিয়েতে হয় ডাঙ নাচ। কৃষি নাচ সোহরাইতে সব গ্রামবাসীরাই অংশ নেন। দুর্গাপুজোর সময় হয় দাসাই নাচ, এই সময় সাঁওতাল পুরুষরা পাশের গ্রামগুলিতে বেড়াতে যান।

শিল্পীদের সংখ্যা

ঝাড়গ্রাম	২৯
পশ্চিম বর্ধমান	১৩৪৯

যোগাযোগ

পশ্চিম বর্ধমান

কাঁকসা	
মুগলি হেমব্রম	9382471519
করন হেমব্রম	9064893534
ভোলানাথ মূর্মু	9475149533
পানমানি মারডি	7719213803

রাভা সঙ্গীত ও নৃত্য

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের কিছু অংশে বাস করেন রাভারা। এরা একটা ছোট নৃতাত্ত্বিক জাতি সম্প্রদায়। তাদের জীবিকা কৃষিকাজ, বনদপ্তরের কাজ এবং দিনমজুরের কাজ। এর পাশাপাশি ধান, পাট, ভুট্টা এবং শাকসবজি চাষ করেন তারা। রাভা সম্প্রদায়ের রয়েছে লোকগান ও নাচের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। তাদের নাচগানে ফুটে ওঠে কৃষিকাজ বা মাছ ধরার মত রোজকার জীবনের ঘটনার পাশাপাশি নানা যুদ্ধের কাহিনি। RCCH প্রকল্প রাভাদের নাচগানকে আরও বেশি মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। এর ফলে রাভারা সেগুলি আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

শিল্পীদের সংখ্যা

আলিপুরদুয়ার	২০৯
জলপাইগুড়ি	১৫

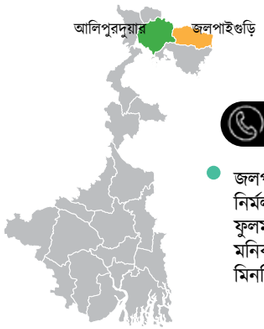

যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি

নির্মল রাভা	9932635226
ফুলমতী রাভা	9064982728
মনিকা রাভা	6296585576
মিনতি রাভা	8207076567

www.rcchbengal.com

RuralCraftandCulturalHubs

rcch_bengal

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

unesco

Department of MSME&T
Government of West Bengal